5

তারিখ 07 JAN 1995
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

সবার জন্য শিক্ষাঃ উচ্চ জনসংখ্যার নয় জাতির শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা

'সবার জন্য' শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদত্ত অংগীকার উচ্চ জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন বিশ্বে নিরক্ষরতা দূরীকরণে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বসম্মেলনের নির্ধারিত লক্ষ্য সমূহ অর্জনে নতুনভাবে সংকল্প নেবার জন্য গত ১৯৯৩ সালের ১২–১৬ই ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে বিশ্বের ন'টি উচ্চ জনসংখ্যার উন্নয়নশীল দেশের নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হন। ইউনেস্কো ইউনিসেফ এবং ইউ এন এফ পিএ এ' সম্মেলনের উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশ গুলো হচ্ছে ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া ও পাকিস্তান।

এ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় এ কারণে যে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী এ ন'টি দেশে বাস করে। ১৯৫০ সালে বিশ্বের যে জনসংখ্যা ছিলো, তার চাইতে এ দেশগুলোর বর্তমান মোট জনসংখ্যা বেশী। এ দেশগুলোতেই বিশ্বের মোট প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭০ ভাগ বসবাস করে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, এ ন'টি দেশে প্রায় ৭ কোটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ' শতাব্দী শেষে এ' সংখ্যা বেড়ে ৮কোটি ৩০ লক্ষেপৌছাবে।

অংশগ্রহণকারী নটি দেশের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচী ও কর্মকৌশল সম্পর্কে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। ১২ থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর ৯৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষার সার্বিক বিষয়ে বিশদ আলোচনান্তে অংশগ্রহণকারী দেশ সমূহের নেতৃবৃন্দ যে ঘোষণা দেন তাকে দিল্লী ঘোষণা নামে আখ্যায়িত করা হয়। সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত দিল্লী ঘোষণা চারটি অংশেবিভক্ত।

প্রথম অংশে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করে সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক ১৯৯০ এর বিশ্ব ঘোষণা এবং বিশ্ব শিশু সম্মেলনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সংকল্পের পুনঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয় অংশে এ ন'টি দেশের নেতৃবৃন্দ কয়েকটি বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করেছেন। তারা স্বীকার করেন যে,

১। অংশগ্রহণকারী দেশ সমূহের আশা–আকাংখা ও উন্নয়ন লক্ষ্য কেবল সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে;

২ সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

৩। প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির ভেতর এবং বাইরে মৌলিক শিক্ষা দানের সৃজনশীল উদ্যোগেরপ্রয়োজনআছে।

৪। দারিদ্র দূরীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ এ জনগণকে ক্ষমতা প্রদান এবং গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে জনগণকে ভূমিকা পালনে উপযোগী করার জন্য শিক্ষার বিষয়–বস্তু ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন।

৫। সকল শিক্ষা কর্মসূচরী জন্য প্রয়োজন কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টির ব্যবস্থা, উপযুক্ত প্রযত্ন ও শিশুদের বিকাশ;

৬। বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষা ও ক্ষমতা প্রদান মহিলাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশেগুরুত্বপূর্ণউপাদান।

৭। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষমতা মারাত্মকভাবে খর্ব করেছে;

৮। নিরক্ষরতা দুরীকরণে সরকার, পরিবার, সমাজ এবং বেসরকারী সাহায্য সংস্থা সমূহের সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন। মতের ভিন্নতা ও রাজনৈতিক অবস্থানের উর্দ্ধে সকলের অংগীকার ও অংশগ্রহন করতে হবে।

সমাজের উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা বিষয়ে সচেতন থেকে নেতৃবৃন্দ ঘোষণার তৃতীয়াংশে নিম্নলিখিত অংগীকার করেনঃ

১। কোন শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। সকল নাগরিকের মৌলিক শিক্ষার জন্য সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টার এক সমন্বিত কর্ম–কৌশল অবলম্বন করা হবে।

৩। বয়স, আয়, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও নারী–পুরুষ পার্থক্য এবং ভৌগলিক দূরত্বের কারণে মৌলিক শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে; তা' দুর করাহবে।

৪। শিক্ষকদের মর্যাদা, প্রশিক্ষণ ও অবস্থা উন্নয়ন, শিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন ও শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করে মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচীর মান উন্নয়নকরা হবে।

৫। সামাজিক ও জাতীয় সম্পদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ যাতে মৌলিক শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার যাতে উন্নয়ন হয়, সে বিষয়েপ্রচেষ্টা নেয়া হবে।

৬। জাতীয় ও অন্যান্য পর্যায়ে সকল কাজে মানব উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৭। 'সবার জন্য শিক্ষা ' লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে।

৮। সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ে একটি কর্মসূচী কাঠামো সমর্থন করে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে।

ঘোষণার শেষ অংশে বিশ্বের সকল দেশ এবং আন্তর্জাতিক সহায়তাদানকারীদের প্রতি নিম্নোক্ত আহবান জানান হয়।

ক) মৌলিক শিক্ষা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের জাতীয় সামর্থ, উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সমর্থন বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা দানকারীদের প্রতি আহবান জানানোহয়।

খ) শিক্ষাকে একটি বিশেষ বিনিয়োগ হিসাবে স্বীকৃতি দান এবং এসব দেশকে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্ষম করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান সমূহকে আহবান জানানো হয়।

গ) সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যের প্রতি অংগীকার পুনর্ব্যক্ত করতে এবং ২০০০ সাল নাগাদ এই লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা জোরদার করণে বিশ্বের অন্য দেশ সমূহকে আহবান জানানো হয়।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে সংশ্লিষ্ট ন'টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধান/প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ দেশের পক্ষে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

দিল্লী ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি "সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী কাঠামো" সমর্থন করা হয়। এ কাঠামোর ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী ন'টি দেশ নিজ নিজ দেশে জাতীয় পরিকল্পনার জন্য অগ্রাধিকার ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করবে।

'সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন এবং মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নে ন'টি দেশের উদ্যোগ ও অংগীকার সম্বলিত দিল্লী ঘোষণা ইতিহাসে মানব উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে।